সংবাদ

তারিখ ... 09 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শাবি সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই উদ্যোগী হতে হবে

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) অচলাবস্থা নিরসনে আশু কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এমনিতেই প্রায় এক বছরের সেশনজটে রয়েছে শাবির শিক্ষা কার্যক্রম। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১০ হাজার শিক্ষার্থী সেশনজটের কবলে পড়েছে। এরই মধ্যে ভিসির পদত্যাগের দাবির প্রশ্নে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয় তা ভেবে অনেক শিক্ষার্থীই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

আগে বিষয়টি ভিসি ও শিক্ষকদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। দুঃখজনক হলো, সরকারি দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের শাবি শাখা এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তারা ভিসির পক্ষ নিয়ে তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর চড়াও পর্যন্ত হয়েছিল। এখন সাধারণ ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি একাধারে অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক।

তবে ভিসি ও শিক্ষক দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট সেশনজটে শিক্ষার্থীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়ার এই পরিণতি মেনে নেয়া যায় না। আমরা এতে উৎকণ্ঠিত এবং এর নিন্দা করছি। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট মহলের ভেবে দেখা দরকার।

শাবিতে বর্তমানে ভিসিবিরোধী আন্দোলন ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষকরা নাকি সবাই সরকারপন্থি। এভাবেই মিডিয়া খবর প্রচার করছে। অভিভাবক ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এই প্রশ্ন গৌণ। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনটাই যে এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সেটাই মুখ্য বিষয়। আমরাও এদের এই উদ্বেগের অংশীদার। তাই আমাদের দাবি, আর কালবিলম্ব না করে শাবির শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে দিতে হবে। একমাত্র শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই এতে যদি ভিসির পদত্যাগের ফলে সংকট দূর হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সে ব্যাপারেই উদ্যোগী হতে হবে। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা কিংবা শিক্ষকদের কারও কারও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন জিম্মি হবে তা মেনে নেয়া যায় না। এখানে ভিসি এবং আন্দোলনরত শিক্ষকরা কোনো দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছে না বলেই আমরা মনে করি।

সমস্যা যেটা তৈরি হয়েছে তার সমাধানই সব পক্ষের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগী হলে সেটা হয়তো সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প রয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাবির উদ্ভূত সংকট সমাধানে উদ্যোগী হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এই সমস্যা বেশিদিন চলতে দিলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রভূত ক্ষতি হয়ে যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।